OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 386 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 386 - 391
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বিজয় তেন্ডুলকরের ‘কন্যাদান’ : জাতি-সমাজ-রাজনীতি ও মূল্যবোধের সংকট

ড. আনিসুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : anisurrahaman1988@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Political voluntarism, Hypocrisy of the middle class, Inter-caste marriages, Exploitation casteism, Moral values of the society.

Abstract
Vijay Tendulkar, a well-known playwright of Marathi Language, presented the oppression of women, political voluntarism, hypocrisy of the middle class, the superior values in the social caste system and the protestant mentality of the lower castes in the narrative of the drama. 'Kanyadaan' is a popular play by Vijay Tendulkar written about the conflict between upper and lower caste values, the problem of inter-caste marriages and the selfish mentality of political leaders who exploit casteism. The Drama has been established in the discussion of how Dalits are neglected, deprived by the Brahminists for thousands of years. The playwright wants to say that masculinity is pervasive in religion, culture, and morality in all levels of society through the character Jyoti Delolakar. At the same time, the Dramatist Vijay Tendulkar has raised several questions about the moral values of the society.

Discussion

মারাঠি নাট্যজগতের একজন স্বতন্ত্র ঘরানার স্রষ্টা প্রথিতযশা নাট্যকার বিজয় তেন্ডুলকর। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ের পিরগাঁওয়ে নুন আনতে পান্তা ফুরায় এমন এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং বেড়ে ওঠেন।[১] বাল্যকাল থেকেই নানান ঘাত-প্রতিঘাত, কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। নারীর প্রতি নিপীড়ন, রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচার, মধ্যবিত্তের ভণ্ডামি, জাতপাতের ভেদ-বিভেদে দীর্ণ সমাজব্যবস্থায় উচ্চবর্ণের শৌখিন মূল্যবোধ এবং নিম্নবর্ণের প্রতিবাদী মানসিকতাকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন; যা পরবর্তীতে অতি সাহসিকতার সঙ্গে তিনি তাঁর ‘শ্রীমন্ত’ (১৯৫৫), ‘মানুষ নানাবাচে বেট’ (১৯৬২), ‘মী জিংকালো, মী হারালো’ (১৯৬৩), ‘অজাগর অনি গন্ধর্ব’ (১৯৬৬), ‘কবাল্যাচি শালা’ (১৯৬৪), ‘শান্ততা! কোর্ট চালু আহে’ (১৯৬৮), ‘গিধাড়ে’ (১৯৭১), ‘সখারাম বাইন্ডার’ (১৯৭২), ‘ঘাসিরাম কোতোয়াল’ (১৯৭২), ‘কন্যাদান’ (১৯৮৩) ইত্যাদি নাটকের কথনবিশ্বে তুলে ধরেছেন। তিনি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করতেন যে, নাটক কেবল বিনোদন নয়— বরং সমাজের অপ্রিয় ও অন্ধকার দিকগুলিকে উন্মোচনের একটি বিরাট হাতিয়ার। তাঁর লেখা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 386 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'কন্যাদান' নাটকটিতে নাট্যকারের সেই বিশ্বাসের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। নাটকটির বিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত করে একজন বিশিষ্ট সমালোচক জানিয়েছেন, -

> "Tendulkar has focused on a problem that there is no bridge between the various sections of society and that the attempt to overcome a taboo often leads to greater pitfalls than one can handle."[২]

উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব, অসবর্ণ বিবাহের সমস্যা এবং জাতপাতকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থলিপ্সু মানসিকতাকে তিনি আলোচ্য নাটকে তুলে ধরেছেন। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে। নাটকটি বাংলায় অনুবাদ করেন বীণা আলাসে। শ্রী কুমার রায় এই নাটকটির বাংলা অনুবাদ 'বহুরূপী' ১৩৯৩ শারদীয় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশ করেন। শ্রী স্বপন মজুমদার পরিমার্জন করে এটি বই আকারে প্রকাশ করেন।

'কন্যাদান' নাটকটি শুরু হয় নাথ দেওলালকরের বাড়িতে, যেখানে নাথ দেওলালকর দেশের স্বাধীনতা লাভের পর দেশের ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করছেন ও বিরক্তি প্রকাশ করছেন। তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারের মানুষ এবং গান্ধিবাদি মতাদর্শে বিশ্বাসী। তিনি একাধারে এমএলএ ও সমাজসেবী। নাটকের শুরুতেই আমরা বুঝতে পারি যে, নাথ দেওলালকর আইডিয়ালিস্টিক ব্যক্তি। তার আদর্শ গণতান্ত্রিক। তিনি যেমন বাড়ির বাইরে অর্থাৎ সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান তেমনই বাড়িতেও গণতন্ত্র বজায় রাখতে চান, -

> "আমি কত গর্ব করে থাকি যে আমাদের বাড়িতেও democracy পালিত হয়– বাইরে গণতন্ত্র এবং বাড়িতে হুকুমতন্ত্র–এমন দু-মুখো ব্যবহার আমাদের মধ্যে নেই।"[৩]

এককথায় তিনি সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চান। তাঁর পত্নী সেবা দেওলালকরও একজন সমাজসেবী।

এরকম পরিবেশে বেড়ে ওঠা তাদের একমাত্র মেয়ে জ্যোতি দেওলালকর যখন বিএ পাঠরত অরুণ আঠোলে নামের এক তথাকথিত দলিত ছেলেকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন তাদের পরিবার দুটো ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। একদিকে নাথ দেওলালকর, যিনি তার মেয়েকে হাতিয়ার করে সমাজে জাতপাতের দ্বন্দ্ব মেটাতে চেয়েছেন আর অন্যদিকে পত্নী সেবা দেওলালকর ও ছেলে জয়প্রকাশ দেওলালকর, যারা এই বিয়ের বিরোধিতা করে। অবশ্য একথা সত্য যে, অরুণ আঠোলে দলিত বলে তারা এই বিয়ের বিরোধিতা করেনি। আসলে জ্যোতির জীবনধারা অরুণের জীবনধারা থেকে অনেকটাই আলাদা। জ্যোতি যে পরিবেশে মানুষ হয়েছে তার মূল্যবোধ আলাদা, রীতিনীতি আলাদা। অরুণের কথার মধ্য দিয়ে তাদের মূল্যবোধের ভিন্নতা উঠে এসেছে। অরুণ তাদের জানায় ভিক্ষে পাওয়া বাসি অন্ন খেয়ে তারা মানুষ হয়েছে। মরা পশুদের মাংস বেশ রসিয়ে উপভোগ করে তাদের জিভ। তোমাদের ইস্ত্রি করা টিনোপল জীবনে আমরা খাপ খাবো না। ভালো ভাত আর বিশুদ্ধ গাওয়া ঘিয়ের সংস্কৃতি তোমাদের। মোটকথা, অসহনীয় দারিদ্র্য এবং সীমাহীন অবহেলার মধ্য দিয়ে যারা বড় হয়ে উঠেছে তাদের মনস্তত্ত্ব উচ্চবর্ণের থেকে আলাদা হতে বাধ্য। তাই তারা এই বিয়েতে অমত প্রকাশ করে।

কিন্তু নাথ দেওলালকর মেয়ে জ্যোতির বিয়ের মাধ্যমে এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ হাতছাড়া করেননি। তিনি বলেছেন, -

> "আজ পর্যন্ত আমরা কেবল জাতপাত ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছি মাত্র। কয়েকটি inter-caste বিয়েতে আমি উপস্থিত থেকে বক্তৃতা দিয়েছি-কিন্তু আজ মনে হয় সত্যি সত্যিই inter-caste বাড়ি হয়েছে, তাই, আমরা আজ খুব খুশি।"[৪]

ফলত যখন জ্যোতি অরুণ আঠোলেকে নিজেদের বাড়ি নিয়ে আসে, তখন অরুণ এত বড় বাড়িতে অস্বস্তিবোধ করে। অরুণ বলেছে, -

> "...এই শহরের বাড়িগুলোকে আমার মনে হয় বড়ো বড়ো বোয়াল মাছের পেটের মতো।"[৫]

কারণ সে ঝুপড়িতে বাস করতে অভ্যস্ত। আট বাই দশের ঝুপড়িতে মা-বাবার সঙ্গে দশ ভাইবোন একসঙ্গে থাকত। আসলে অরুণের এই কথার মধ্য দিয়ে উচ্চবর্ণের প্রতি তার ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে। ফলত যখন সেবা তাকে তার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে জানতে চেয়েছে এবং সবকিছু শোনার পর যখন সে বলেছে যে, -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 386 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "...আজকাল সংসার চালানো মোটেই সহজ নয়। ছেলেপিলেদের কথা ছেড়ে দিলেও অন্ততপক্ষে একটা নিজস্ব ঘর দরকার। তাছাড়া ওষুধপত্র-কতরকম অসুবিধা তো লেগেই থাকে। আজকালকার দিনে বিয়ের কথা ভাবতে গেলে ভালোরকম টাকা হাতে চাই। তা না হলে অন্তত স্থায়ী carrier তো থাকতেই হয়। নতুবা নিজের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকেও ভোগানো।"[৬]

তার প্রত্যুত্তরে অরুণ আঠোলে সেবা দেওলালকরকে জানায়, তারা বিয়ের পর শুঁড়িখানার ব্যবসা শুরু করবে। একজন বাইরের টাকা-পয়সার ব্যাপার সামলাবে, আর অন্যজন খদ্দেরদের দেখবে।
দুজনের জন্য অতি উত্তম এই ব্যবসা। এ ছাড়াও জানায় যে, তাদের সন্তান হলে তারা গ্লাস-প্লেট ধোয়ার কাজে লাগবে। খদ্দেরদের সিগারেট এনে দেবে। এতে উপরি পাওনাও আছে। এর ফলে সেবার বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অরুণ আঠোলে কতটা আগ্রাসী মনোভাবের একজন মানুষ।

অরুণের জ্যোতিকে বিয়ে করার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণ পরিবার অর্থাৎ উচ্চবর্ণের প্রতি প্রতিশোধ নেওয়া, জ্যোতিকে ভালোবাসার জন্য নয়। তাই আমরা নাটকে দেখি, নাথ দেওলালকর অরুণের ডাকে অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে না যেতে চাইলে অরুণ নাথ দেওলালকরকে বলেছে, আপনারা তো বড়লোক এবং কাজের লোক। আমরা নীচু স্তরের লোক। ভাগাড়ের মৃত পশুর পচা মাংস খেয়ে আমরা বড় হয়েছি। আমাদের অগ্রজরা তো মলমূত্র বইত। আমরা আপনাকে বছরে একবার পেলেই ধন্য হয়। কিংবা অরুণকে বলতে দেখি, -

> "...জামাইয়ের খ্যাতি শ্বশুরমশাই সহ্য করতে পারেন না। দলিত জামাই মারাঠি সাহিত্যে এত সম্মান পাবে, এতে শ্বশুরের socialist উচ্চবর্ণীয় প্রাণে জ্বালা ধরবে।"[৭]

আসলে এই কথার মধ্য দিয়ে অরুণের প্রতিশোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। অরুণের জ্যোতিকে বিয়ে করার আসল উদ্দেশ্য ছিল তাকে নানান শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা এবং সেই সঙ্গে জ্যোতির পিতামাতাকে যন্ত্রণা দেওয়া যা তিনি নানান ছুতোনাতায় করেছেন। কারণ নিম্নবর্ণের মানুষ উচ্চশ্রেণির দ্বারা এতদিন নির্যাতিত হয়ে এসেছে। এবার সেই নির্যাতিত শ্রেণি নির্যাতনকারী শ্রেণিকে সেটি ফিরিয়ে দিতে চায়। সেবার কথার মাধ্যমে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, -

> "তোমার আদরের জামাই সুন্দর আত্মচরিত লিখবে, সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখবে, কিন্তু কোনো কাজ করবে না। স্ত্রীর টাকায় রোজ মদ খাবে আর বন্ধুবান্ধবকে খাওয়াবে, তারপর মনোরঞ্জনের জন্য স্ত্রীর পেটে লাথি মারবে। কারণ বৌ যে উচ্চকুলের-তাই! উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা ওর পূর্বপুরুষদের বহু যুগ ধরে লাথি মেরেছেন কিনা-সেটাই ও এমনভাবে শোধ করছে। ওর জীবনের এটাই হচ্ছে সর্বশেষ মহান কাজ।"[৮]

উচ্চশ্রেণি ও নিম্নশ্রেণির এই দ্বন্দ্বকে তুলে ধরতে গিয়ে বিজয় তেন্ডুলকর ইজরায়েল-প্যালেস্টাইনের প্রসঙ্গ, হিটলারের নাজী বাহিনীর নিরীহ মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচারের প্রসঙ্গ এনেছেন। এ প্রসঙ্গে জয়প্রকাশকে বলতে দেখি, -

> "এককালে যাঁরা অত্যাচারের বলি হন, তারাই পরবর্তীকালে অন্যদের উপরে ততটাই জঘন্য অত্যাচার করতে পারেন। হয়তো এতে ওঁরা একধরনের আনন্দও পান। যাঁরা অসহায় হয়ে অত্যাচার সহ্য করেন তাঁরাই সুযোগ পেলে অত্যাচার করে আনন্দ পেতে পারেন। যাঁরা শোষিত তাঁরা সুযোগ পেলেই অন্যদের শোষণ করে মজা পান। (নাথ গম্ভীর) নিজেকে অত্যাচার ও শোষণ সহ্য করতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেটা অনুচিত, অন্ততপক্ষে নিজের এমন করা উচিত নয়-এটা কেউ ভাবে না। বরং সুযোগ পেলেই নিজে অত্যাচারী হয়ে দাঁড়ায় এবং যথেচ্ছ শোষণ করে প্রতিশোধের আনন্দ পায়। (নাথ বিচলিত) তার মানে কালকের শোষিতই হচ্ছে আজকে শোষক। কাল যে গুলি খেয়েছে সে আজ গুলি খাওয়াবে। তার মানে এই দাঁড়ায় যে মানুষ অভিজ্ঞতার দ্বারা ভালোই হয়ে উঠবে এমন কোনো বিশ্বাস নেই। সে আরও বড়ো শয়তানও হতে পারে।"[৯]

জয়প্রকাশের বক্তব্যের মাধ্যমে বিজয় টেন্ডুলকর অরুণের শোধ নেওয়ার বিষয়টি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। জয়প্রকাশকে বলতে দেখি যে, এককালে যারা অত্যাচারে বলি হয়, তারাই অন্যদের ওপর জঘন্যভাবে অত্যাচার করতে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 46
Website: https://tirj.org.in, Page No. 386 - 391
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পারে। এমনকি, এই অত্যাচার করে একধরনের আনন্দ পায় যেটা আমরা নাটকের জ্যোতিকে অত্যাচারের মাধ্যমে অরুণের আনন্দ পাওয়া থেকে বুঝতে পারি। কারণ যারা শোষিত তারা সুযোগ পেলেই অন্যদের শোষণ করে মজা পায় অর্থাৎ কালকের শোষিতই হচ্ছে আজকের শোষক।

আলোচ্য নাটকে অরুণ আঠোলে চরিত্রটি সেই শোষিত থেকে শোষক হয়ে ওঠার একজন প্রতিনিধি। আসলে যে তথাকথিত দলিত, অস্পৃশ্য সে এই মানসিক বাধা দূর করতে ব্যর্থ হয় এবং ধরে নেয় যে, নোংরা কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে সে বাধ্য। আমরা চাই সমস্ত রকম অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ। এটা দূর হবে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকে সঞ্চারিত করে। কিন্তু অরুণের মধ্যে তেমন কোনো পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ে না। তিনি উচ্চমানের কবি হতে পারেন কিন্তু মনুষ্যত্বের শিক্ষাটা তার কাছে ছোটো হয়ে গেছে। তিনি বড়াই করে তার আত্মচরিতে লিখেছেন যে, অনেক লাথি খেয়ে তিনি বড় হয়েছেন। যিনি লাথি খেয়ে বড় হয়েছেন তিনিই আবার তার ছয় মাসের গর্ভবতী স্ত্রীকে লাথি মারেন। আমরা অস্বীকার করতে পারি না, তার আর্থ-সামাজিক অবস্থান তার এহেন আচরণের জন্য অনেকটাই দায়ী। সেই সঙ্গে আমরা এও স্বীকার করতে বাধ্য যে, অরুণ আঠোলে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থানের দোহাই দিয়ে যে অনৈতিক আচরণ তার স্ত্রীর সঙ্গে করেছে তা তার নীচতারই পরিচয় বহন করে।

ফলত নাটকের শুরুতে যে নাথ দেওলালকর আইডিয়ালিস্টিক ছিলেন, সেই নাথই রিয়ালিস্টিকে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন। অরুণ তার বাড়ি থেকে চলে গেলে তিনি সেবাকে বলেছেন, -

> “...সেবা, আমার স্নান করতে ইচ্ছা করছে। এই ফার্নিচার, সমস্ত জায়গা ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে নাও। সব নোংরা হয়ে গেছে, ওর ছোঁয়াতে অশুচি হয়ে গেছে।”[১০]

একজন পিতা হিসেবে তিনি যেমন মেয়ের উপর অকথ্য অত্যাচার মেনে নিতে পারেননি এটা যেমন সত্য, এর পাশাপাশি এও সত্য যে, ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শের প্রতি তিনি শেষপর্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েন। আমরা সকলেই অবগত যে,-

> “সুদীর্ঘকাল ধরেই তথাকথিত উচ্চবর্ণ তো বটেই; এমনকি ‘মধ্যবর্তী’ জাতিগুলিও ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শ-এর প্রতি অনুরক্ত থেকে সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগাভাগি করে ‘দলিত’-দের মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের দাবিকে উপেক্ষা করেছে। প্রতিবাদী অংশকে শিকার হতে হয়েছে নির্মম পেশীশক্তির। কখনও অবশ্য একধরনের ‘অন্তর্ভুক্তি ও আপসের পদ্ধতি’ (Method of co-option and conciliation) অবদমনের কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।”[১১]

নাথ দেওলালকরও এ সত্য জানতেন। তাই তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আজীবন অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করে এসেছেন। কিন্তু অরুণ আঠোলের আচরণ তার সেই বিশ্বাসে ফাটল ধরায় এবং সে ব্রাহ্মণ্যবাদী মতাদর্শের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। যিনি জোরগলায় সবার সামনে বলতেন যে, নিজের মনুষ্যত্ব, বিবেকবোধ ঠিক থাকলেই সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা হবে তিনিই শেষপর্যন্ত নিজের সেই নীতি-আদর্শকে ধরে রাখতে পারেননি, যা সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমান সময়ে। জাতিগত সমতা বিধানের জন্য কিছু আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণই যথেষ্ট নয়। এর জন্য চাই পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসমূহকে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্ত করার কার্যকরী উদ্যোগ এবং তার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও সাহসী পদক্ষেপ, যার কোনোটিই আমরা নাথ দেওলালকরের মধ্যে লক্ষ করিনি।

নাটকের শেষে পাঠকদের মনে একটা প্রশ্ন দানা বেঁধে থেকে যায় যে, জ্যোতির ভবিষ্যৎ কী? জ্যোতির এই পরিণাম থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সমাজে জাত-দ্বন্দ্ব থাকবে, যা সমাজের জন্য সুখকর নয়। কিন্তু Inter-Caste ম্যারেজ সমাজের জাতিদ্বন্দ্ব মেটানোর একমাত্র পথ নয়। আসলে নাটকটিতে নাটককার যে মতাদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন, সেই মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ার ফলে নাথ দেওলালকরের মেয়ে জ্যোতির জীবন ধ্বস্ত। এই জন্য আমরা নাটকের শেষে দেখতে পাই জ্যোতি তার বাবার মতাদর্শকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বাবা তাদের বাল্যকাল থেকে এই শিক্ষাই দিয়ে এসেছে যে, মানুষকে নয়, তার প্রবৃত্তিকে দেখো। মানুষ আসলে খারাপ হয় না। সে ভালোই, খারাপ হতে পারে তার কয়েকটি প্রবৃত্তি। ওগুলো নষ্ট করলেই পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠবে। কিন্তু অরুণের সঙ্গে বিবাহের পর জ্যোতি জানতে পেরেছে

যে, মানুষ ও তার প্রবৃত্তি দুটি ভিন্ন জিনিস নয়। সবই এক-একাকার। যে যেমন আছে তেমনই তাকে স্বীকার করে নিতে হয় বা অস্বীকার করতে হয়। তাই জ্যোতি তার পিতাকে জানায়, -

> “মানুষের ভিতরকার পশুত্বকে ঘুম পাড়িয়ে দেবত্বকে জাগিয়ে তোলাটা একটা অলীক কল্পনা। তোমার জন্য ভাই, শুধু তোমার জন্য এ-সমস্ত কথা জানতে আমার কুড়িটা বছর লেগে গেছে। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে জানতে হয়েছে।”[১২]

পরিশেষে বলা যায়, আলোচ্য নাটকে বর্ণবৈষম্যের এই সামাজিক সমস্যাকে বিজয় টেন্ডুলকর যেভাবে দেখেছেন তাতে দলিত সমাজের অসন্তুষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মনে রাখা ভালো, টেন্ডুলকর কয়েকটি মূল্যবোধের সংঘাতের নাটক লিখতে চেয়েছেন। সে সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে, নাথ দেওলালকরের মেয়ে জ্যোতি অরুণের সান্নিধ্যে এসে সমাজের উচ্চশ্রেণির মানসিকতাকে যে আঘাত দিতে পেরেছে সেটাও সমাজে প্রচলিত বর্ণবৈষম্যের অনড় দেওয়ালকে ভেঙে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, -

> “আমি আর জ্যোতি যদুনাথ দেওলালীকর নই, আমি জ্যোতি অরুণ আঠোলে। একজন মেথরের বৌ। দলিত কথাটা আমি ব্যবহার করি না, কেন-না সেটা আমার পছন্দ নয়। আমি দলিত নই। আমি মেথরানী। যেমন মহারানী হয়, তেমনিই আমি মেথ-রানী। আমায় স্পর্শ ক'রো না। আমার ছায়াও যেন তোমার গায়ে না পড়ে। না হলে আমার ভিতরকার আগুনের আঁচে তোমার সমস্ত শৌখিন মূল্যবোধ পুড়ে যেতে পারে।”[১৩]

সাধারণত মানুষের সংস্কৃতি প্রকাশ পায় তার দায়িত্ব ও কর্তব্য চেতনায়, তার ন্যায়-অন্যায় বোধজাত চিন্তা-চেতনায়, তার নৈতিক-সামাজিক আর্দশানুগত্যে; তার সংযম সাধনায়; পরের প্রতি তার প্রীতি ও ভালোবাসার অনুশীলনে এবং তার কল্যাণ কামনায়। আমাদের আলোচ্য ‘কন্যাদান’ নাটকটিতে নাথ দেওলালকর ও অরুণ আঠোলের মাধ্যমে নাট্যকার বিজয় টেন্ডুলকর কয়েকটি মূল্যবোধের সংঘাতের বিষয়টিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন একথা সত্য। তার পাশাপাশি এও সত্য যে, নাথ দেওলালকর ও অরুণ আঠোলে শেষ পর্যন্ত সংস্কৃতিবিবর্জিত মানবে পর্যবসিত হয়ে উঠেছে, যা সমাজে জাতপাতের সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলবে বলে আমাদের অভিমত। নাট্যকার বিজয় তেন্ডুলকরের সাফল্য বা ব্যর্থতা যাই বলি না কেন তা নিহিত রয়েছে এরই মধ্যে। অরুণ আঠোলে যে পরিবেশ থেকে উঠে এসেছে সেই পরিবেশই তার স্বভাবে অনেকগুলো গিঁট পাকিয়ে দিয়েছে। তিনি নিজের চোখে দেখেছেন মদ্যপ পিতার হাতে মায়ের অত্যাচারিত হওয়ার দৃশ্য, যা তাকে গভীরভাবে মানসিক পীড়া দিয়েছে অতি বাল্যকালেই। তিনি বড় হয়েও এই স্মৃতি ভুলতে পারেননি। যিনি এমন হৃদয়বিদারক ঘটনার একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী তিনি শিক্ষিত হয়েও যখন তার স্ত্রীর সঙ্গে এমনই অমানুষিক ব্যবহার করেন তখন আমাদের বুঝতে সমস্যা হয় না যে, তার মনুষ্যত্ববোধ, মমত্ববোধ, ঔচিত্যবোধ, হিতবোধের শিক্ষার যথেষ্ট অভাব। আর নাথ দেওলালকর চরিত্রটি তো একজন সুবিধাবাদী-সুবিধাভোগী। তিনি একজন বিত্তবান পরিবারে লালিতপালিত হয়েও আজন্মলালিত সংস্কার থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি, যা সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা বলে আমাদের মনে হয়। এমন মানসিকতা সম্পন্ন মানুষের জন্যই আজও সমাজ থেকে জাতপাত তার আস্তিন গুটিয়ে নিতে পারেনি। মানুষ যেদিন তার আজন্মলালিত সংস্কার থেকে বেরিয়ে এসে উদারতার পরিচয় দিতে পারবে সেদিনই সমাজ থেকে জাতপাত দূরীভূত হবে।

Reference:

১.https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Vijay_Tendulkar&hl=bn&sl=en&tl=bn&client=srp. Access on 27.05.2025 at 03: 10AM.

২.https://www-ijraset-com.translate.goog/research-paper/tendulkars-kanyadaan-a-critical-representation-of-caste-class-andgender?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bn&_x_tr_hl=bn&_x_tr_pto=tc. Access on 27.05.2025 at 03: 10AM.

৩. তেন্ডুলকর, বিজয়, *কন্যাদান,* বীণা আলাসে অনূদিত, প্যাপিরাস, ১৩৯৫, পৃ. ১১

৪. তদেব, পৃ. ২৭
৫. তদেব, পৃ. ২১
৬. তদেব, পৃ. ২৫
৭. তদেব, পৃ. ৫৫
৮. তদেব, পৃ. ৪৯
৯. তদেব, পৃ. ৫২
১০. তদেব, পৃ. ৫৭
১১. মোদক, দেবনারায়ণ, *ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতি,* একুশ শতক, ২০০৬, পৃ. ১৯৩
১২. তেন্ডুলকর, বিজয়, *কন্যাদান,* বীণা আলাসে অনূদিত, প্যাপিরাস, ১৩৯৫, পৃ. ৬৫
১৩. তদেব, পৃ. ৬৭